বাংলাবাজার পত্রিকা
The Banglabazar Patrika

যুবকের ব্যতিক্রমী জব ফেয়ার শুরু

চাকরি প্রত্যাশীদের উপচেপড়া ভিড়

বাংলাবাজার রিপোর্ট

'মা-বাবা, ভাই-বোনেরই মুখে হাসি ফোটে, মনের মতো একটি মাত্র চাকরি যদি জোটে'- সেই চাকরি নামক সোনার হরিণের খোঁজে হাজার হাজার যুবক-যুবতী তদূর্ধ্ব বয়সের ছেলেমেয়েদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠেছে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন। তিল ধারণের কোন ঠাঁই ছিল না মিলনায়তনে। বাইরে, মেঝেতে কোথাও এতটুকু জায়গা নেই, যেভাবে পারছে আবেদন ফর্ম পূরণ করছে।

এই ব্যতিক্রমী চাকরি মেলার আয়োজন করেছে যুব কর্মসংস্থান সোসাইটি (যুবক)। দু'দিনব্যাপী আয়োজিত মেলার প্রথম দিনে ভেতর, বাইরে চাকরি প্রার্থীদের উপচে পড়া ভিড় ছিল সারাদিন।

কাকডাকা ভোরেই ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের ছেলেমেয়েরা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে ছিলো মিলনায়তনের বাইরে। উদ্বোধন হওয়ার আগেই প্রার্থীরা চাকরি নামক 'সোনার হরিণ'র আশায় ধাক্কাধাক্কি করে ঢুকতে থাকে মিলনায়তনে। চোখের পলকে চাকরিদাতা স্টলের সম্মুখে ভিড় জমে ওঠে।

২০টি চাকরিদাতা কোম্পানি মেলায় অংশ নেয়। তাৎক্ষণিকভাবে ৩শ' প্রার্থীকে এ মেলার মাধ্যমে চাকরি দেয়া হবে। এই মেলায় চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান ও চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে নিজেদের জন্যে যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ের সুযোগ পাবে। হাতে হাতে নিয়োগ পাবেন চাকরি প্রার্থীরা।

মেলায়আসা চাকরি প্রার্থী মিজান বলেন, হাজার হাজার ছেলেমেয়ের মধ্যে আমার চাকরি হোক বা না হোক, তাতে আফসোস নেই। আমার মতো ৩শ' জন বেকারের চাকরি তো হবে। শামীমা শাম্মী বলেন, এ ধরনের চাকরি মেলা বাংলাদেশে হয় না বললেই চলে। মাঝে মাঝে হলে খুব মন্দ হয় না।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বক্তব্যে ড. ওসমান ফারুক বলেন, যুবকের আয়োজিত ফেয়ারটি নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী। এ ধরনের আয়োজন মাঝে মাঝে হওয়া দরকার। তিনি বলেন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ জন্যে আমাদের দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা জরুরি। এছাড়া আমাদের যুবকরা ইনফরমাল বা ভোকেশনাল চাকরিকে গুরুত্ব না দেয়ার ফলে বেকারত্বের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বদিউল আলম, মাহবুবুর রহমান, আব্দুল আউয়াল মিন্টু, রমণী মোহন, আবু মোহাম্মদ সাঈদ প্রমুখ। ভবিষ্যতে আরো বড়ো পরিসরে 'জব ফেয়ার' করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে যুবকের কর্মকর্তারা।